JUN 18 2002

শিক্ষা খাতে মাত্র ১২ ভাগ বরাদ্দ দিয়ে ঢাবি বাজেট ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য মাত্র ১২ ভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাকি ৮৮ ভাগ রাখা হয়েছে শিক্ষক-অফিসার-কর্মচারীদের বেতনভাতাদি, পেনশন,

বাজেট : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

বাজেট : ঢাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ কার্যক্রম ও বিবিধ খাতে। গতকাল সোমবার সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান এ বাজেট উপস্থাপন করেন।

৮৮ কোটি ৯৪ লাখ ৬৫ হাজার টাকার বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ৭ কোটি ৮৪ লাখ ৬৫ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (বিমক) থেকে পাওয়া যাবে এবং ৮ দশমিক ৯৪ ভাগ অর্থাৎ ৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে আয় করতে হবে।

শিক্ষা সহায়ক খাতের ১০ কোটি ৬৫ লাখ ২৭ হাজার টাকার মধ্যে গ্রন্থাগারের বইপত্রের পেছনে ১ কোটি ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা, বুল্ল অ্যান্ড জার্নালে ৪০ লাখ ৩ হাজার, কেমিক্যাল অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট খাতে ১ কোটি ২৭ লাখ ৮১ হাজার, সেমিনার বা কনফারেন্সে ৮ লাখ, পরীক্ষা ব্যয়ে ২ কোটি ২৭ লাখ, হল ইউনিয়ন গ্রান্টে ১৬ লাখ ৯১ হাজার, গবেষণায় ৯২ লাখ ৩০ হাজার, শিক্ষক প্রশিক্ষণে ৬ লাখ, ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা (বৃত্তি, খেলাধূলা, ছাত্র পরিবহন, ছাত্র কল্যাণ, শিক্ষা ভ্রমণ, ছাত্রদের খণ্ডকালীন চাকরি) ২ কোটি ২৪ লাখ ৮ হাজার, দান অনুদানে ৮৮ লাখ ৯২ হাজার এবং সমাবর্তনে ৫০ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

বাজেটে শিক্ষকদের বেতনে ধরা হয়েছে ৭১ কোটি ১২ লাখ ৭২ হাজার টাকা, কর্মকর্তাদের বেতন ৭ কোটি ৪২ লাখ ৪৭ হাজার, কর্মচারীদের বেতন ২০ কোটি ১৮ হাজার টাকা এবং তাদের পেনশন খাতে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকা। সাধারণ কার্যক্রম ও বিবিধ খাতের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ২ কোটি ১৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিতে ৫৫ লাখ ৫০ হাজার করে (পৌরকর ও ওয়াসা) ১ কোটি ৫০ লাখ, বিদ্যুৎ ৩ কোটি, টেলিফোন, ইমেল ও ফ্যাক্সে ৭৯ লাখ, বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা ১ কোটি ৭৬ লাখ, হাসপাতালের চিকিৎসার ব্যয় ৪৭ লাখ, স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পে ২৫ লাখ এবং বিবিধ খাতে ২ কোটি ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বাজেট বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি মেটাতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব আয়ের উৎস সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হয় না বরং চরম বৈরীনীতি হিসাবে মঞ্জুরি কমিশন আমাদের নিজস্ব আয় সামগ্রিক বরাদ্দ থেকে বাদ দিয়ে বরাদ্দ দেয়। তিনি মঞ্জুরি কমিশনের পরস্পর বিরোধী এই নীতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি এ ব্যাপারে কমিশনকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করে বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়নের আহ্বান জানান।